দিওয়ানু আলি : মূলপাঠ ও কাব্যানুবাদ

কবিতাসমগ্র

আলি ইবনু আবি তালিব (রা.)

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
অনূদিত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

(আলিরা.) ও তাঁর দিওয়ান প্রাথমিক আলোচনা

- (আলি রা.) : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ২৫
- (আলি রা.) : ভাষালংকারের আধার ৩০
- কবি হিসেবে (আলি রা.) : সাধারণ মূল্যায়ন ৩৪
- (আলি রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু ৩৮
- 'দিওয়ানু আলি'র নির্ভরযোগ্যতা : একটি বিশ্লেষণ ৪৭
- দিওয়ানের অনুবাদবিষয়ক জ্ঞাতব্য ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিওয়ানের মূলপাঠ ও কাব্যানুবাদ

'ء' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১. জ্ঞানের মর্যাদা ৬৪
২. বন্ধুত্ব ও জীবন ৬৬
৩. সেইসব নারী ৬৮
৪. এই যে দুনিয়া ৬৯
৫. ঝড়ের মুখে অনড় থাকো ৭০
৬. বিধির লিখন ৭১
৭. নবিজির শোকে ৭২
৮. বদরের দিন ৭৪
৯. পার্থিব জীবন ৭৫
১০. রিজিক চাও তো কাজে নেমে যাও ৭৬
১১. শাসনভার ৭৭

'ب' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২. সিফফিন প্রান্তরে ৮০
১৩. দ্বীনদারিতা ও কৌলীন্য ৮১
১৪. দুঃখের পরে সুখ ৮২

১৫. কষ্টের পরে স্বস্তি ৮৩
১৬. প্রিয় নবিজির কবরে এসে ৮৪
১৭. খন্দকের যুদ্ধে আমর ইবন আবদু ওদ্দ-কে হত্যা করার পরে ৮৫
১৮. কতিপয় উপদেশ ৮৭
১৯. হুনাইনের দিন ৮৮
২০. আবু লাহাব প্রসঙ্গে ৮৯
২১. মানুষের বিশ্বস্ততা ৯০
২২. পুত্র হাসানের প্রতি ৯১
২৩. জীবন ৯৩
২৪. আত্মসম্মানবোধ ৯৪
২৫. আমার সবর ৯৫
২৬. সবর করো, সুসময় আসছে ৯৬
২৭. সম্পদের কারিশমা ৯৭
২৮. দারিদ্র্য ৯৮
২৯. বুদ্ধি প্রসঙ্গে ৯৯
৩০. বুদ্ধি সংক্রান্ত আরও দু চরণ ১০০
৩১. বুদ্ধি, জ্ঞান ও আদব ১০১
৩২. অসার বংশগৌরব ১০২
৩৩. কৌলীন্য ১০৩
৩৪. সৌজন্যবোধ ১০৪
৩৫. মূর্খতার প্রতিক্রিয়ায় ১০৫
৩৬. আত্মসংবরণ ১০৬
৩৭. ভালোবাসা ও সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ১০৭
৩৮. তারুণ্যক্ষয় ও বন্ধুবিয়োগ ১০৮
৩৯. বন্ধুদের প্রস্থান ১০৯
৪০. ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ১১০
৪১. দিন ফুরালো প্রেম-প্রণয়ের ১১
৪২. ফাতিমার জন্য এলিজি ১১২
৪৩. বদরের যুদ্ধে ওয়ালিদ বিন ওতবাকে হত্যার পর ১১৩
৪৪. খাইবার প্রান্তরে ১১৪
৪৫. খাইবারবাসীর প্রতি ১১৫

৪৬. সিফফিনের যুদ্ধে ১১৬
৪৭. আজদ গোত্রের উদ্দেশে ১১৭
৪৮. পুত্র হোসাইনের প্রতি ১২০
৪৯. বদান্যতা ১২৫
৫০. মৃত্যু সবারই নিয়তি ১২৬
৫১. 'তোমারই সকাশে যাচি' ১২৭
৫২. চোখের আড়ালে সঙ্গী আমার ১২৮
৫৩. দুনিয়ার প্রতারণা ১২৯
৫৪. কৌলীন্যের দৌড় ১৩০
৫৫. তরবারি ও বর্শার জোর ১৩১
৫৬. জয়নব-গীতিকা ১৩২

'ت' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৫৭. সিফফিনের কোনো একদিন ১৪১
৫৮. জীবনের হাকিকত ১৪২
৫৯. ঠুনকো ঘর ও চিরস্থায়ী ঘর ১৪৩
৬০. যেভাবে তোমাকে দেখো, তুমি তা-ই ১৪৪
৬১. দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ ১৪৫
৬২. কম কথা, বেশি কথা ১৪৬
৬৩. নশ্বর দুনিয়া ১৪৭
৬৪. ছুটছে জীবনঘোড়া ১৪৮
৬৫. নবিজির জন্য এলিজি ১৪৯
৬৬. দৃষ্টির হেফাজত ১৫০

'ج' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৬৭. দুঃসময়ের পরে সুসময় ১৫২

'ح' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৬৮. সৎসঙ্গ বনাম অসৎসঙ্গ ১৫৪
৬৯. গোপনীয়তা বজায় রাখা ১৫৫

'د' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৭০. নবিজির পরশে ১৫৭
৭১. খারেজিদের প্রতি ১৫৮

৭২. ভ্রান্তি ও দুনিয়াপ্রেম ১৫৯
৭৩. সফরের উপকার ১৬০
৭৪. মসজিদ নববি নির্মাণের প্রাক্কালে ১৬১
৭৫. কালকের ক্ষতি আজকে পুষিয়ে নাও ১৬২
৭৬. বন্ধুহারা দিন ১৬৩
৭৭. মানুষ অনেক, বন্ধু অল্প ১৬৪
৭৮. মৃত্যু কাউকে দেবে না ছাড় ১৬৫
৭৯. আবু তালিবের জন্য এলিজি ১৬৬
৮০. সম্পর্কবিধি ১৬৮
৮১. অতি আবশ্যক তিনটি গুণ ১৬৯

‘ذ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৮২. কষ্টের মুহূর্তে সবর ১৭১

‘ر’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৮৩. শত্রুপক্ষের কাপুরুষতা ১৭৩
৮৪. নবিজির শয্যায় রাত্রিযাপনের স্মৃতিচারণ ১৭৪
৮৫. পাকা ফল যেই গাছে, লোকে আসে তার কাছে ১৭৫
৮৬. রিজিক বণ্টন হয়ে গেছে ১৭৬
৮৭. ছোটোবেলায় আদবশিক্ষা ১৭৭
৮৮. ঈমান, কুফর, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য ১৭৮
৮৯. মৃত্যুই সত্য ১৭৯
৯০. প্রৌঢ়ত্ব ১৮০
৯১. জামানার একেক রূপ ১৮১
৯২. ভালো-মন্দ মিলিয়েই দুনিয়া ১৮২
৯৩. দুআ ১৮৩
৯৪. ‘দেখেও না দেখা’র হাকিকত ১৮৪

‘س’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৫. কবর জিয়ারতে এসে ১৮৬
৯৬. ইলম ও আদবের জরুরত ১৮৭
৯৭. ডাঙায় নৌকা চলে না ১৮৮

‘ص’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৮. পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে ১৯০

‘ض’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৯. অর্থব্যয় প্রসঙ্গে ১৯২

১০০. সত্য অস্বীকার ১৯৩

‘ط’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০১. রিজিক প্রসঙ্গে ১৯৫

‘ظ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০২.জীবন থেকে শিক্ষা ১৯৭

‘ع’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০৩. অল্পে তুষ্টি ও পরহেজগারিতা ১৯৯

১০৪. মরীচিকাময় দুনিয়া ২০০

১০৫. কতিপয় সদাচার ২০১

১০৬. সঞ্চয় বনাম মনোতুষ্টি ২০৩

১০৭. আল্লাহর অপার করুণা ২০৪

১০৮. মুনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা ২০৫

১০৯. জীবনপথের পাথেয় ২০৯

‘غ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১০. দুনিয়াপ্রেম ও সম্পদপ্রীতি ২১৩

‘ف’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১১. কুফা ২১৫

১১২. বিপদসংকুল পথের প্রস্তুতি ২১৬

১১৩. মরণেই মুক্তি ২১৭

১১৪. দুনিয়াটা খরচের ২১৮

১১৫. বড়ো যদি হতে চাও ২১৯

‘ق’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১৬. আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি ২২১

১১৭. বিদায়-লগন সন্নিকটে ২২২

১১৮. দুনিয়া ও তার ঝায়-ঝামেলা ২২৩
১১৯. সত্যিকারের বন্ধু কোথায় ২২৪

'ك' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২০. অলৌকিক রহস্য ২২৬

'ل' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২১. তোমার কাছেই ফিরতে হয় ২২৮
১২২. সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু, জ্ঞান নয় ২২৯
১২৩. আল্লাহর পথই আমার পথ ২৩০
১২৪. দুর্বিপাকে ধৈর্যধারণ ২৩১
১২৫. যুগযাপনের ক্লেশ ২৩২
১২৬. অভাব-অনটনে সবর ২৩৪
১২৭. হুনাইন যুদ্ধের দিন ২৩৬
১২৮. অপসৃয়মাণ ছায়া ২৩৮
১২৯. বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ২৩৯
১৩০. মুশরিকদের ওপর বিজয় ২৪০
১৩১. আত্মরক্ষায় বন্ধুস্বল্পতা ২৪২
১৩২. পরিস্থিতির তারল্যপ্রবণতা ২৪৪
১৩৩. মানুষের কতিপয় আপদ ও অসংলগ্নতা ২৪৫
১৩৪. মৃত্যু ও কবর ২৪৬
১৩৫. কষ্টের মাঝেই সুখ ২৪৭
১৩৬. হাত পাতার গঞ্জনা ২৪৮
১৩৭. কোনটা বেশি দামি ২৪৯
১৩৮. বাচালতা ও মুখ ফসকে যাওয়া ২৫০
১৩৯. বার্ধক্য ও যৌবন ২৫১
১৪০. আল্লাহর হামদ ও শোকর ২৫২
১৪১. দুয়ার খোলা সবার তরে ২৫৩
১৪২. জ্ঞানানুসন্ধান ২৫৪
১৪৩. বীরত্ব ও সাহসিকতা ২৫৫
১৪৪. অভাবে ধৈর্যধারণ ২৫৬
১৪৫. জ্যোতিষীদের মিথ্যাচার ২৫৭
১৪৬. খাদিজা ও আবু তালিবের জন্য এলিজি ২৫৮

১৪৭. জুবাইর ও তালহা ২৫৯
১৪৮. আম্মার বিন ইয়াসারের শাহাদাতের পর ২৬০
১৪৯. কুরাইশদের প্রতি ২৬১
১৫০. আত্মগৌরব ২৬৩
১৫১. চারটি বিশেষ গুণ ২৬৪

'م' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৫২. লাল পতাকা ২৬৬
১৫৩. বনু হামাদানের ঘোড়সওয়ারিরা ২৬৮
১৫৪. উহুদ যুদ্ধের পরে ২৭১
১৫৫. যুগপরিক্রমা ও ভাগ্যের রূপান্তর ২৭২
১৫৬. বিষাদময় দুনিয়া ২৭৪
১৫৭. সিফফিনে প্রাণ-উৎসর্গকারীদের স্মরণে ২৭৫
১৫৮. পিতার শোকে ২৭৬
১৫৯. আমর ইবন আবদু ওদ্দ-কে হত্যা প্রসঙ্গে ২৭৭
১৬০. শক্তি ও সক্ষমতার গৌরব ২৭৮
১৬১. অভাব-প্রাচুর্য কোনোটাই স্থায়ী নয় ২৮০
১৬২. সত্যিকারের ভাই যারা ২৮১
১৬৩. জুলুম ও তার পরিণতি ২৮৩
১৬৪. গোপনীয়তা রক্ষণ ২৮৪
১৬৫. কতিপয় সদগুণ ২৮৫
১৬৬. দরিদ্র জ্ঞানী ও ধনী মূর্খ ২৮৭
১৬৭. বালা-মুসিবতে সবর ২৮৮
১৬৮. মহৎ মানুষের কাছে অভাবের কথা বলতে হয় না ২৮৯
১৬৯. জুলুম এবং জালিমের বিচার ২৯০
১৭০. পৃথিবীর সবকিছুই নশ্বর ২৯১

'ن' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৭১. দ্বীন বনাম দুনিয়া ২৯৩
১৭২. বদরের দিন ২৯৫
১৭৩. দুঃসময়ে ভাইয়ের পরিচয় ২৯৬
১৭৪. দুনিয়ার দুই চক্র ২৯৭

১৭৫. সবরের ফল ২৯৮
১৭৬. সুযোগের সদ্ব্যবহার ২৯৯
১৭৭. সবরের অস্ত্রে দুর্যোগের মোকাবিলা ৩০০
১৭৮. উদ্বেগের জগতে শান্তি পাবে না ৩০১
১৭৯. আল্লাহর করুণাপ্রাপ্তির আশা ৩০২
১৮০. শিষ্টাচারের সজ্জা ৩০৪
১৮১. জীবন থেকে নেওয়া ৩০৬
১৮২. ক্ষমাপ্রার্থনা ৩০৭
১৮৩. কবর : নারীদের শেষ দুর্গ ৩০৮

'ه' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৮৪. বন্ধুকে দেখে মানুষ চেনা যায় ৩১০
১৮৫. দুনিয়া পাওয়া বা না পাওয়া ৩১১
১৮৬. দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা ৩১৩
১৮৭. কিয়ামত দিবস প্রসঙ্গে ৩১৪
১৮৮. শুদ্ধাচারী গুণাবলি ৩১৬
১৮৯. কষ্টের ভাঁজে সুখ নিহিত ৩১৭
১৯০. মরণের ওপারে ৩১৮
১৯১. সময়ের নেই বিশ্বাস ৩২০
১৯২. আল্লাহর প্রতি ভরসা ৩২১

'و' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৯৩. প্রবঞ্চক সময় ৩২৩

'ي' অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৯৪. নবিজির কবরের ঘ্রাণ ৩২৫
১৯৫. নবিজির বিরহে শোকগাথা ৩২৬
১৯৬. আত্মগরিমা ৩২৮
১৯৭. আল্লাহর দেওয়া অভিনব স্বস্তি ৩২৯
১৯৮. সুবোধ ব্যক্তির পরিচয় ৩৩০
১৯৯. নিস্তার নেই বিচার থেকে ৩৩২
◈ সংযুক্তি : বিষয়সূচিবর্ণানুক্রমে ৩৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলি (রা.) : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

আলি ইবনু আবি তালিব (রা.) নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে ৬১০ ঈসাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সান্নিধ্য ও স্নেহ-যত্নে ধন্য ছিলেন তিনি। সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন চাচাতো ভাই। নবিজি ﷺ-এর ঘরেই তাঁর বেড়ে ওঠা। ইসলামের দাওয়াত শুরু হলে কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ঘোড়সওয়ারি ও সম্মুখসমরে নাম-কুড়ানো অপ্রতিরোধ্য এই সাহসী যোদ্ধা তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন যে কয়জন সৌভাগ্যবান সাহাবি, আলি (রা.) তাঁদের একজন। খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থজন তিনি। তাঁর সহধর্মিণী নবিদুহিতা ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)। তাঁদের কোল আলো করে আসেন নবিজির 'চোখের মণি' নাতি-নাতনিগণ: হাসান, হোসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলসুম ও জাইনাব (রা.)।

তাঁর গায়ের রং তামাটে, দাড়ি ছিল ঘন, দৈহিক উচ্চতা মাঝারিগড়নের। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য। সুদর্শন চেহারা। *আবুল হাসান* ও *আবু তুরাব*[১] উপনামে খ্যাত।[২] এ ছাড়াও মা তাঁর নাম রেখেছিলেন '*হায়দার*' (সিংহ)।[৩]

গোটা জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের অনন্য সব নজির তিনি রেখে গিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে আলি (রা.)-এর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ইতিহাসে সুবিদিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, সে রাতে কুরাইশ গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিতে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনিই শুয়ে ছিলেন নবিজির বিছানায়। বদরে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর পথে প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের সৌভাগ্য হয়েছিল যে তিন সাহাবির, আলি (রা.) তাঁদেরও একজন।[৪] উহুদের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে যে স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধা জানবাজি রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে অবস্থান করেন, তাঁদের মধ্যে আলি (রা.)-এর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। খন্দকের যুদ্ধে আমর ইবনে আবদ ওদ্দ-এর মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তাঁর হাতে পরাস্ত ও নিহত হয়। খাইবারের যুদ্ধে নবিজি তাঁর হাতে তুলে দেন মুসলিমবাহিনীর পতাকা। নির্ভীক সাহসিকতা ও রণকুশলতার স্বীকৃতিস্বরূপ নবিজি তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। উপহার দেন সমরজয়ী অমর তরবারি—'জুল ফিকার'[৫] (ذوالفقار)।[৬]

আলি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন প্রায় চার বছর নয় মাস (৩৫-৪১ হি. / ৬৫৫-৬৬১ ঈ.)। সুদক্ষ ও প্রাজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অবিসংবাদিত। পূর্বতন তিন খলিফার আমলেও প্রশাসন ও আইন-বিচার উভয় ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা ও অবদান অবিস্মরণীয়।

আলি (রা.)-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ বরাবরই অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে [কোনো কোনো বর্ণনায় উমর

(রা.)-এর খিলাফতকালে] একজন নারী বিবাহের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেন। সবাই প্রধানত জানতো, গর্ভধারণের নয় মাস অথবা সাত মাস পরে সন্তান জন্ম নেয়। কেউ কেউ ধারণা করল, মহিলা বিবাহের আগেই সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন। বিচারের জন্যে যখন তাঁকে নিয়ে আসা হলো, আলি (রা.) খলিফার কাছেই বসে ছিলেন। সবকিছু শুনে খলিফাকে তিনি বললেন—'মহিলাকে অভিযুক্ত করার কিছু নেই, ছয় মাসে সন্তান প্রসব সম্ভব।' সবাই জানতে চাইলো—'কীভাবে?' আলি (রা.) বললেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ("তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস")[৭] অর্থাৎ, গর্ভধারণ ও দুগ্ধপ্রদানের মোট সময় ত্রিশ মাস।
>
> অন্য আয়াতে বলেছেন—وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ("আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে")[৮] অর্থাৎ, দুগ্ধপ্রদানের সময় হলো দুই বছর। মানে চব্বিশ মাস।
>
> সুতরাং, গর্ভধারণের সময় কিন্তু ছয় মাস[৯] হওয়া সম্ভব!'

আলি (রা.)-এর যুক্তিযুক্ত মত আমলে নিয়ে খলিফা মহিলাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেন।

এভাবে বিভিন্ন সময় আইনগত ও প্রশাসনিক বিবিধ জটিলতা নিরসনে আলি (রা.)-এর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার-বিবেচনাবোধ সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহকে ও বিশেষভাবে খিলাফতে রাশেদাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর এই পাণ্ডিত্য সমানভাবে পরিদৃষ্ট হয় কবিতার ক্ষেত্রেও।

জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুশীলনে তিনি নিজে যেমন অগ্রগামী ছিলেন, সন্তান ও সাথিবর্গকেও তাতে উৎসাহ দিতেন। এ জন্য তাঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য একটি অংশই প্রাজ্ঞিক উপদেশে ভরপুর। তাঁর সমসময়িক আর কারোর কবিতায় গভীর জীবনবোধ এতটা সংহত হয়ে ধরা দেয়নি।

আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিরাগ ছিল তাঁর বসন। অভিজাত বংশের সন্তান, দুর্বিনীত অজেয় যোদ্ধা ও একজন বরণীয় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাপন ছিল নেহাত সাধারণ, সাদামাটা। বৈষয়িক উন্নতির সব উপায়-উপকরণ ও সুযোগ হাতের কাছে ছিল, অথচ দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির উজ্জ্বল নমুনা হয়ে আছেন তিনি। একবার তিনি তরবারি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। মানুষের কৌতূহল দেখে বললেন, 'আমার যদি "*ইযার*"[১০] কেনার পয়সা থাকতো, তরবারি বেচতাম না।'[১১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলি (রা.) : ভাষালংকারের আধার

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবি বিশেষভাবে খ্যাত তাঁদের অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্যে। তাঁরা ফিকহি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান ও কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য উপস্থাপনে সমকালে ও উত্তরকালে মুসলিম উম্মাহর কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয়। আলি (রা.) তাঁদের অন্যতম।

এই অগ্রগণ্য প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে আলি (রা.) বিশিষ্ট হয়ে আছেন তাঁর ভাষিক লালিত্যের জন্যে। যেকোনো বিষয়ে কয়েকজন সাহাবির বক্তব্য জড়ো করলে আলি (রা.)-এর উক্তিটি খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। কারণটা আর কিছু নয়, তাঁর শব্দচয়নের আভিজাত্য ও নান্দনিকতা।

সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, শব্দালংকার সাধারণত কৃত্রিমতার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। সহজাত সুন্দর শব্দালংকারে খুব কম শব্দশিল্পীই পারঙ্গম হতে পারেন। আলি (রা.)-এর অলংকারপূর্ণ কথা নিবিষ্ট মনে যে কেউ পড়লেই বুঝতে পারবেন, কী সহজ নিভাঁজ দুলকি চালে এগিয়ে চলে তাঁর শব্দঘোড়া।

ভাষা-সাহিত্যে আলাদা দখল রাখা, জ্ঞানী হবার আবশ্যকীয় শর্ত নয়। এটি অতিরিক্ত একটি গুণ। সুতরাং, শব্দের কারুকাজে দক্ষ হওয়া কারও জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে না; বরং কখনও কখনও অগভীরতা ঢাকার আবরণ হিসেবে ভাষালংকারকে ব্যবহার করতে দেখা যায়—প্রায় সব যুগে, সব ভাষার সাহিত্যে। অন্যদিকে, এও সত্য, সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সহজাত ভাষানৈপুণ্যও যখন একত্রিত হয়, তখন উপস্থাপনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, কোনো বক্তব্য মানুষের মনে আলাদাভাবে রেখাপাত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আলি (রা.)-এর বাণী এতদুভয়ের সুষম অন্বয় নিয়ে পরিপুষ্ট।

উদাহরণ হিসেবে আমরা 'তাকওয়া' (আল্লাহভীরুতা বা পরহেজগারিতা) বিষয়ে কয়েকজন সাহাবির বক্তব্য লক্ষ করতে পারি। কুরআন ও সুন্নাহতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপকৃত 'তাকওয়া'র প্রায়োগিক পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে।

- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে :

أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر .[১৫]

'আল্লাহকে মেনে চলা, অবাধ্য না হওয়া; আল্লাহকে স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।'

- আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد .[১৬]

'নিজেকে আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে না করার নাম তাকওয়া।'

- উমর (রা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) :

أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى .[১৭]

'আপনি কি কাঁটাঘেরা কোনো পথ পাড়ি দেননি? উমর (রা.) বললেন—বটে! উবাই (রা.) বললেন—কীভাবে পাড়ি দিয়েছেন? উমর (রা.) বললেন—কাপড় গুটিয়ে কাঁটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে। উবাই (রা.) বললেন—ওটাই তাকওয়া।'

- আলি (রা.) বলে—

هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل .[১৮]

'আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট হওয়া, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।'

লক্ষণীয়, প্রথম তিনটি বক্তব্য সারগর্ভ, তবে শব্দচয়ন সরল ও সাদামাটা। আলি (রা.)-এর বক্তব্য একইসাথে সারগ্রাহী ও শব্দালংকারে পূর্ণ।

আরবিপাঠে অনভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধার্থে সুন্দর বাণীটিকে আমরা প্রতিবর্ণায়ন করে দেখতে পারি :

'হিয়াল খাওফু মিনাল জালিল, ওয়াল আমালু বিত-তাজীল, ওয়ার-রিদা বিল-ক্বালিল, ওয়াল ইস্তি'দাদ লিয়াওমির রাহিল।"

'তাকওয়া'র পূর্ণতা বিধানে চারটি বিষয়কে তিনি জোর দিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনায় 'مسجع' বা অনুপ্রাসমণ্ডিত[১৯] শব্দচয়ন করেছেন— *জালিল, তানজিল, ক্বালিল, রাহিল*। চাইলে *জালিল*-এর জায়গায় সরাসরি *আল্লাহ* কিংবা *তানজিল*-এর পরিবর্তে *কুরআন* ব্যবহার করা যেত। কিন্তু এমনভাবে তিনি শব্দচয়ন করেছেন, যা অনুপ্রাসের সৌন্দর্যের কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঝংকার তোলে, আবার সহজতার কারণে মস্তিষ্ককেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় না। আনীত বিকল্প শব্দগুলো দুর্বোধ্য বা অপরিচিত নয়, একজন বিশুদ্ধভাষী আরবের কাছে একান্ত আটপৌরে।

মধ্যযুগের আরবি সাহিত্যে অনুপ্রাসনির্ভর একধরনের রচনার সাথে আরবিপ্রেমীগণ নিশ্চয়ই পরিচিত। এই রচনাগুলোতে অনুপ্রাসের প্রতি জোর দিতে গিয়ে এমন সব প্রতিশব্দ আনা হয়েছে, যার বড়ো একটি অংশই নৈমিত্তিক ব্যবহার বা প্রচলনে আগাগোড়া অনুপস্থিত, এমনকি প্রাচীন সাহিত্যকর্মেও যার উল্লেখযোগ্য হাজিরা চোখে পড়ে না। আলি (রা.)-এর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব এই জায়গায় যে, তিনি প্রচলিত ও সহজবোধ্য প্রতিশব্দেই অনুপ্রাসের ডালি সাজাতে পারেন।[২০]